নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (মেট্রোরেল লাইন-৬) | গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

বিশেষ ক্রোড়পত্র ▪ ২৬ জুন ২০১৬

প্রকাশনায় : সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বহু প্রত্যাশিত বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল, ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট এবং ঢাকা মহানগরী ও গাজীপুরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি, এয়ারপোর্ট - গাজীপুর)-এর নির্মাণ বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ খাতে একটি অনন্য মাইলফলক।

বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নগরবাসীকে উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। ঢাকা মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী গাজীপুর এলাকায় আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি লাইন-৬) ও বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি ও এয়ারপোর্ট-গাজীপুর) নির্মাণ সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম প্রয়াস।

ঢাকা মহানগরীতে দক্ষ ও কার্যকর দ্রুতগামী গণপরিবহণ ব্যবস্থা চালু করা, গণপরিবহণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন এবং নগর পরিবহণ ব্যবস্থা অধিকতর নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে উত্তরা তৃতীয় ফেজ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি লাইন-৬) প্রকল্প ২০১২ সালে যাত্রা শুরু করে। মেট্রোরেলের যাত্রী পরিবহণের ক্ষমতা হবে ঘণ্টায় ৬০ হাজার। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা মহানগরবাসী দুর্বিষহ যানজট থেকে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি কর্মঘণ্টার অপচয় রোধ হবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্দিষ্ট লেনে বাস চলাচলের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার, এডিবি ও এএফডি'র যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশে প্রথম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণ প্রকল্পটি ঢাকা মহানগরীর সাথে গাজীপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঘণ্টায় ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে এবং ভ্রমণ সময় অর্ধেক হ্রাস পাবে। এর ফলে ঢাকা মহানগরীর ওপর চাপ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ঢাকার যানজট নিরসনে এমআরটি লাইন-৬ ও বিআরটি নির্মাণ অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ। আমি আশা করি, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ প্রকল্প দুটি যথাসময়ে বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রচেষ্টায় বর্তমান সরকারের এ উদ্যোগ সফল হোক—আজকের দিনে এ আমার প্রত্যাশা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা এমআরটি রুট-৬ এবং বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি'র নির্মাণ কাজের সূচনার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নতুন যুগে পদার্পণ করতে যাচ্ছে।

একথা সত্য যে, জনবহুল মেগাসিটি ঢাকায় গণপরিবহণ সেবা এখনও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছেনি। যানজট এ মহানগরীর নিত্য বাস্তবতা। এমআরটি লাইন-৬ বা মেট্রোরেল প্রকল্পের কাজের শুভ সূচনার মধ্যদিয়ে নগরবাসীর দীর্ঘ প্রত্যাশা পূরণ হতে যাচ্ছে। জাপান সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৪ থেকে ২০১৯-এ এগিয়ে আনা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা।

গাজীপুর মহানগরী, টঙ্গি শিল্পাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনমানুষের যাতায়াত সহজতর, নিরাপদ ও আরামদায়ক করতে প্রথমবারের মতো দেশে চালু হতে যাচ্ছে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি। হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর টার্মিনাল পর্যন্ত সাড়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ রুটে থাকবে ২৫টি স্টেশন, ৬টি ফ্লাইওভার এবং সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড লেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় স্বপ্নের পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ যেভাবে এগিয়ে চলেছে একইভাবে মেট্রোরেল ও বিআরটি প্রকল্পের কাজও এগিয়ে যাবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়েছে, আগামী সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক দুটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে জয়দেবপুর-এলেঙ্গা মহাসড়ক চার লেনের উন্নীতকরণ কাজ। ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রস্তুতিও চলছে। শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের কাজ। এর পাশাপাশি গণপরিবহণের সক্ষমতা বাড়াতে বিআরটিসি'র বহরে আগামী বছরের শুরুতে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরো ছয়শ বাস এবং পাঁচশ ট্রাক। আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে পদ্মা সেতু, বিআরটি ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ২০১৯ সালের মধ্যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও এবং ২০২০ সালের মধ্যে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু হলে দেশের সড়ক যোগাযোগ ও গণপরিবহণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

মেট্রোরেল ও বিআরটি প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য জাইকা, এডিবি, ফরাসি উন্নয়ন সংস্থা এবং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি ফান্ড-কে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। প্রকল্প দুটির প্রস্তুতিমূলক ও বাস্তবায়ন কাজের পাশাপাশি সম্ভাব্যতা যাচাই, বিভিন্ন ধরনের সার্ভে, কারিগরি মূল্যায়নসহ অন্যান্য কাজে যে সকল দেশি-বিদেশি ব্যক্তিবর্গ মূল্যবান শ্রম ও মেধা নিয়োজিত করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের জন্য সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং যানজট লাঘবে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় সদা সচেষ্ট।

প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে জনপ্রত্যাশা পূরণে দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী এবং জনবান্ধব হবে – এ প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের, এমপি

মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের সাত বছর

এম, এ, এন, ছিদ্দিক

ধারাবাহিকভাবে মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ২১ হাজার ৩ শত ২ কিলোমিটার মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় উন্নততর অবস্থায় উন্নীত করা হয়েছে। ফেরি, পন্টুন,গ্যাংওয়ে ব্রিজ, প্রপালশন ইউনিট ও ইঞ্জিন নতুন সংগ্রহ ও পুনর্বাসন করে মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ৪১টি ফেরিঘাটের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এতে জনগণের সড়কপথে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন ও সহজতর হয়েছে।

২০০৯-২০১৫ সময়ে উন্নয়ন খাতের আওতায় ১৭৮১.৪২ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ এবং ৪১০৪.৭৫ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণও মজবুতিকরণ সম্পন্ন হয়েছে। একই সময়ে অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ৫৭৯.৫২ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনর্বাসন, ৩৮০১.৫২ কিলোমিটার মহাসড়ক কার্পেটিং ও সীলকোট, ১০,০০৮.৯৭ কিলোমিটার সীলকোট, ৪৪৩৫ কিলোমিটার ওভারলে এবং ১৭৪১.৯২ কিলোমিটার ডিবিএসটি করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ২০০৯-২০১৫ সময়ে ৬৫১টি সেতু ও ২৮১৫টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নতুনভাবে নির্মিত সেতুর সংখ্যা ৩৮৪টি এবং কালভার্টের সংখ্যা ১৫১৭টি। এছাড়াও ২৬৭টি সেতু এবং ১২৯৮টি কালভার্ট একই সময়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। উপরন্তু ২০১০ সালে শহিদ আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, ২০১১ সালে চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ উড়াল সেতু, ২০১৩ সালে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, একই সালে বনানী রেলওয়ে ওভারপাস এবং ২০১৫ সালে মাওনা ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত উড়াল সেতু, ফ্লাইওভার ও রেলওয়ে ওভারপাস-এর মোট দৈর্ঘ্য ৫০২৭ মিটার।

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতভাগ বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০০৯-২০১৫ সময়ে ১৭২টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে এবং ১৮৭টি প্রকল্প নতুনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। চলমান ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ১৪৬টি। তন্মধ্যে ৩২টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। এ অর্থবছরে নতুন গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা ৫৫টি। চলমান প্রকল্পের মধ্যে নিম্নোক্ত ৭টি মেগা প্রকল্প রয়েছে :

- ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল);
- চার লেনবিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ;
- ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয়পাশে পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ;
- জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ;
- ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় ৬১টি সেতু নির্মাণ;
- ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)-এর আওতায় কালনা সেতুসহ ১৭টি সেতু নির্মাণ;
- গাজীপুর-বিমানবন্দর বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) সড়ক নির্মাণ (বাংলাদেশের প্রথম বিআরটি)।

দেশের মহাসড়ক উন্নয়নের চলমান ধারাবাহিকতায় অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত মেগা প্রকল্পসমূহ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে :

- ১৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয়দিকে পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ;
- রাজাপুর- নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের কচা নদীর উপর বেকুটিয়া পয়েন্টে ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ;
- বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাত্রয়ের সীমান্ত এলাকায় ১৮৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ;
- ২২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয়দিকে পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ;
- পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর বগা সেতু, বাগেরহাট জেলার পশুর নদীর উপর মংলা সেতু এবং খুলনা জেলার ঝপঝপিয়া নদীর উপর ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ;
- ৬৩.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা সার্কুলার রুট: ২য় অংশ (তেরমুখ-আব্দুল্লাহপুর-ধউর-বিরুলিয়া-গাবতলী-বাবুবাজার-সদরঘাট-ফতুল্লা-চাষাড়া-সাইনবোর্ড-শিমরাইল-ডেমরা) নির্মাণ।

হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট সার্ভে রিপোর্ট ২০১৬ অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৭৮.৫২%, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৬৯.২১% এবং জেলা মহাসড়ক ৫২.৯২% Good to Fair Condition-এ রয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শ্রেণির মহাসড়ক-এর ৮৫% Good to Fair Condition-এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল

মো. মোফাজ্জেল হোসেন
অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

ঢাকা শহরের যানজট নিরসন এবং পরিবেশবান্ধব ও দ্রুতগতির সমন্বিত গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান বা এসটিপি প্রণয়ন করে। এসটিপিতে তিনটি বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি রুট ও তিনটি ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা এমআরটি রুট-এর সুপারিশ করা হয়।

পরবর্তীতে এসটিপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অরডিনেশন অথরিটি বা ডিটিসিএ'র তত্ত্বাবধানে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি জাইকা ২০০৯ ও ২০১১ সালে দুটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। প্রথম সমীক্ষার আওতায় উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত এমআরটি লাইন-৬ এবং বিআরটি লাইন-৩ কে প্রাধিকার দেয়। দ্বিতীয় সমীক্ষার আওতায় ২০১১ সালে এমআরটি লাইন-৬-এর ওপর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ডিপিপি গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি জাইকা'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা'র মধ্যে ২০১৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (লোন নং. বিডি-পি ৬৯, ইন্টারেস্ট রেট ০.০১%, রিপেমেন্ট পিরিয়ড ৪০ বছর, ১০ বছর গ্রেস পিরিয়ড)। এ প্রকল্পের মোট ব্যয়: ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি ৭ লাখ টাকা, যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ১৬ হাজার ৫৯৪ কোটি ৫৯ লাখ টাকা এবং জিওবি: ৫ হাজার ৩৯০ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

এমআরটি লাইন-৬-এর দৈর্ঘ্য ২০.১ কিলোমিটার। রুটটি সম্পূর্ণ এলিভেটেড। এমআরটি লাইন ৬-এর রুট এলাইনমেন্ট উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে শুরু হয়ে পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্ত্বর-তোপখানা রোড দিয়ে মতিঝিল বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। এ লাইনে থাকছে ১৬টি স্টেশন। প্রতি ঘণ্টায় উভয় দিকে ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করবে মেট্রোরেল-৬। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাতায়াতের সময় লাগবে মাত্র ৩৮ মিনিট। সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত প্রতি ৪ মিনিট বিরতিতে ট্রেন ছাড়বে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ছিল। তবে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কমিশনিং-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০১৯ সালে উত্তরা ডিপো থেকে আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত এবং ২০২০ সালে মতিঝিল পর্যন্ত ট্রেন চালু করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তা অনুসরণ করা হচ্ছে।

প্রকল্পের জেনারেল কনসালটেন্ট এনকেডিএম এসোসিয়েশন গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় সকল সমীক্ষা শেষ করে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ বেসিক ডিজাইন সম্পন্ন করে।

সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পটিকে ৮টি কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ-এ ভাগ করা হয়েছে। প্যাকেজ ১-এর আওতায় ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন, প্যাকেজ ২-এর আওতায় ডিপো এলাকায় সিভিল অ্যান্ড বিল্ডিং ওয়ার্কস, প্যাকেজ ৩-এর অধীনে ডিপো থেকে পল্লবী পর্যন্ত ভায়াডাক্ট অ্যান্ড স্টেশনস নির্মাণ, প্যাকেজ ৪-এর অধীনে পল্লবী থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্ট এবং স্টেশনসমূহ নির্মাণ, প্যাকেজ ৫-এর আওতায় আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ভায়াডাক্ট এবং স্টেশন নির্মাণ, প্যাকেজ ৬-এর অধীন কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ভায়াডাক্ট এবং স্টেশন নির্মাণ, প্যাকেজ ৭-এর আওতায় মেট্রো সিস্টেম-এর সব ইলেক্ট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ এবং প্যাকেজ ৮-এর অধীন ডিপো ইকুইপমেন্ট ও ১৪৪টি কোচ সংগ্রহ করা হবে।

বর্ণিত প্যাকেজসমূহ পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বিধায় তাদের ইন্টারফেসিং বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে এদের টেন্ডার প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্যাকেজ ১-এর টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান টোকিয়ু কন্সট্রাকশন কোং লি.-এর সাথে গত ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্যাকেজ-২, প্যাকেজ-৩, প্যাকেজ-৪, প্যাকেজ-৭ ও প্যাকেজ ৮-এর টেন্ডার প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্যাকেজ-৫ ও প্যাকেজ ৬-এর টেন্ডার প্রক্রিয়া চলতি মাসে শুরু করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (মেট্রোরেল) এবং গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ২৬ জুন ২০১৬ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

রাজধানী ঢাকা দেশের প্রাণকেন্দ্র। বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ প্রতিনিয়ত ঢাকা অভিমুখী হচ্ছে। ফলে ঢাকা মহানগরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। মহানগরী ঢাকার যানজট নিরসনের লক্ষ্যে দক্ষ, কার্যকর ও দ্রুতগামী পরিবহণ ব্যবস্থা চালু, সর্বসাধারণের জন্য গণপরিবহণের সুবিধাদির আধুনিকায়ন, নগর পরিবহণ ব্যবস্থা অধিকতর নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব করতে আমরা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট এবং বাস র‍্যাপিড ট্রানজিটের মতো মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

বাংলাদেশ সরকার এবং জাইকার অর্থায়নে পরিচালিত মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় উভয় দিকে ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে যা রাজধানীর যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ঢাকা মহানগরবাসীদের দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। বাংলাদেশ সরকার, এডিবি এবং এএফডি-এর অর্থায়নে পরিচালিত বিআরটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একটি টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে। প্রতিদিন ঘন্টায় উভয় দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহণ সম্ভব হবে। ভ্রমণ সময় বর্তমানের চেয়ে অর্ধেকে নেমে আসবে। যা সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

আমরা রাজধানী ও এর আশপাশের এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ইতোমধ্যে ঢাকায় হাতিরঝিল প্রকল্প, কুড়িল-বিশ্বরোড বহুমুখী উড়াল সেতু, মিরপুর-বিমানবন্দর জিল্লুর রহমান উড়াল সেতু, বনানী ওভারপাস, মেয়র হানিফ উড়াল সেতু, মগবাজার উড়ালসেতু ও টঙ্গিতে আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু চালু করেছি। বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া সারাদেশে সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ও বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্প দুটি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে কাজ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাই।

আমি আশা করি, সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এই বৃহৎ প্রকল্প দুটি নতুন মাইলফলক রচনা করবে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলায়' পরিণত করতে সক্ষম হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও গণপরিবহণ ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নত হচ্ছে। ফলে জনগণের যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহণ নির্বিঘ্ন ও সহজতর হয়েছে। রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্য অর্জন, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরা তৃতীয় পর্ব থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্প ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। তবে বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে ২০১৯ সালের মধ্যে উত্তরা তৃতীয় পর্ব থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত প্রথম অংশ এবং ২০২০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম দ্রুতগতিসম্পন্ন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, পরিবেশবান্ধব এবং শব্দ ও কম্পন নিয়ন্ত্রিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা। এ গণপরিবহণে প্রতি ঘন্টায় উভয় দিকে ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহণ করা যাবে।

একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় ২০৩৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর – এয়ারপোর্ট বা বাংলাদেশের প্রথম বিআরটি নির্মাণ প্রকল্প ২০১২-২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম সংরক্ষিত লেনে নির্ধারিত বিরতিতে চলাচলকারী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব বিআরটি বাস সার্ভিস। এ গণপরিবহণে প্রতি ঘণ্টায় উভয় দিকে ২৫,০০০ যাত্রী পরিবহণ করা যাবে।

আজ ২৬ জুন ২০১৬ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেগা প্রকল্প দুটির নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের নগর পরিবহণ ব্যবস্থায় এটি একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত দেশি ও বিদেশি প্রত্যেকেই ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবেন। প্রকল্প দুটির সফল বাস্তবায়ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাশিত সোনার বাংলা বিনির্মাণে এক মাইলফলক।

(এম, এ, এন, ছিদ্দিক)

বাংলাদেশের প্রথম বিআরটি

এ. কিউ. এম. ইকরাম উল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রজেক্ট

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি একটি উন্নতমানের বাসভিত্তিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে যাত্রীরা কম সময়ে, নিরাপদে এবং আরামদায়কভাবে যাতায়াত করতে পারবে। বিআরটি ব্যবস্থায় সংরক্ষিত লেনে উন্নত যাত্রী সেবার লক্ষ্য নিয়ে বাস চলাচল করবে। সারা বিশ্বে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে এবং এটি একটি আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে জনবহুল নগরগুলোতে ক্রমাগত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে শীঘ্রই বিআরটি ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে। বিআরটি ব্যবস্থা চালু হলে শহরের যানজট কমবে এবং কম সময়ে নিরাপদে জনগণ চলাচল করতে পারবে।

ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা ইতোমধ্যে দেড় কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন যাতায়াতের ব্যাপক চাহিদার বিপরীতে যোগাযোগ অবকাঠামো ও গণপরিবহণের অপ্রতুলতার কারণে প্রতিনিয়ত যানজট বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলছে ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এ বাস্তবতায় ২০০৫ সালে সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০ বছর মেয়াদি স্ট্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান বা এসটিপি'র সুপারিশের আলোকে ২০১২ সালে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

গাজীপুর ও ঢাকা মহানগরীর মধ্যে যাতায়াত সহজ, নিরাপদ ও দ্রুত করার নিমিত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২০১০ সালে গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নির্দিষ্ট লেনে বাসভিত্তিকি দ্রুতগামী গণপরবিহণ ব্যবস্থার প্রাথমিক সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমীক্ষায় প্রকল্পটির উপযোগিতা প্রমাণিত হওয়ায় সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সর্পোট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারর্পোট) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য গাজীপুর থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর র্পযন্ত সড়কের মিডিয়ান সংলগ্ন উভয় পাশে একটি করে মোট দুটি লেনে শুধুমাত্র বিআরটি বাস চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ফলে বৃহত্তর ঢাকা মহানগরীর সাথে গাজীপুর, টঙ্গি ও উত্তরা এলাকার দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিআরটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

- নির্দিষ্ট সংরক্ষিত লেনে পর্যাপ্ত বাস চলাচল;
- নির্ধারিত স্থান থেকে যাত্রী উঠানো এবং নামানো;
- নির্দিষ্ট সময় পরপর বাস চলাচল;
- অধিক যাত্রীধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিকুলেটেড বাস;
- স্টেশন এবং ডেক সমান উচ্চতায় হওয়ার ফলে যাত্রীদের সহজ উঠানামা;
- প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প ও হুইল চেয়ারের সুব্যবস্থা;
- স্টেশনগুলো হবে আরামদায়ক, নিরাপদ ও সহজে প্রবেশযোগ্য;
- ই-টিকেটিং ও স্বয়ংক্রিয় টিকেট কাউন্টার;
- বাস আগমনের আগাম তথ্য প্রর্দশন ব্যবস্থা।

গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নির্মিতব্য বিআরটি'র মূল করিডোরটির দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে ২০ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১৬ কিলোমিটার হবে সমতলে এবং সাড়ে ৪ কিলোমিটার হবে উড়ালপথে। করিডোরে থাকবে ২৫টি স্টেশন, ২টি টার্মিনাল, ৬টি ফ্লাইওভার, ৮-লেনবিশিষ্ট টঙ্গি সেতু, ৮টি কাঁচাবাজার,সাড়ে ২০ কিলোমিটার ফুটপাত উন্নয়ন এবং গাজীপুরে ১টি বাস ডিপো।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ঢাকা বিআরটি কোম্পানি লিমিটেড। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রায় ২ হাজার ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হবে যার অর্থায়ন করছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ফরাসি উন্নয়ন সংস্থা এবং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি।